মহাপরিচালক এর দপ্তর
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
ফোনঃ ৯৫৬৪৬৬৫, ৯৫৫২১৯৪
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৯৫৬৪৭৬৩
ওয়েবসাইট: www.bwdb.gov.bd

Office of the Director General
Bangladesh Water Development Board
WAPDA Building, Motijheel C/A, Dhaka.
Phone : 9564665, 9552194
Fax : 880-2-9564763
E-mail : dg@bwdb.gov.bd
dg.bwdb.bd@gmail.com

২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ওয়াপদা ভবনস্থ (৪র্থ তলায়) বাপাউবোর্ডের সম্মেলন কক্ষে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ২০ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা মহাপরিচালক, বাপাউবো এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণসহ মাঠ পর্যায়ের প্রধান প্রকৌশলীগণ, পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকগণ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং বোর্ডের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন **(পরিশিষ্ট 'ক')**।

উপস্থাপনা ঃ

সভাপতির অনুমতিক্রমে বাপাউবোর্ডের চীফ মনিটরিং আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ এডিপি পর্যালোচনা সভায় বোর্ডের অধীনে বাস্তবায়নাধীন ৬০টি প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১।	"পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রধান প্রকৌশলী, পশ্চিমাঞ্চল সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জে ২৮.২০ কিঃমিঃ কুমার নদ পুনঃখনন অঙ্গটি ছাড়া বাকি সকল অঙ্গের বাস্তবায়ন নির্ধারিত সময়েই সম্পন্ন হবে। তিনি বলেন যে, কুমার নদ পুনঃখনন কাজটি সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী OTM/DPM উভয় দরপত্র পদ্ধতিতেই ক্রয়ের সুযোগ রয়েছে এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত সংস্থা বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট (বিডিপি) লিঃ কাজটি বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করায় DPM দরপত্র পদ্ধতির ক্রয় প্রস্তাবনা CCEA অনুমোদনের জন্য প্রেরণের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন। প্যাকেজটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫.০০ কোটি টাকার কম বিধায় এর CCGP অনুমোদনের প্রয়োজন পড়বে না। সেক্ষেত্রে CCEA অনুমোদন প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে কাজটির প্যাকেজের কার্যাদেশ দেয়া হলে যত দ্রুত সম্ভব কাজ আরম্ভ করা যাবে। আগামী এক মাসের মধ্যে খনন কাজটি আরম্ভ না করা গেলে প্রকল্পের এই অঙ্গটির কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেন। সভাপতি আলোচনাকালে বলেন যে, ইতোমধ্যে ফরিদপুর জেলায় কুমার নদ পুনঃখননের জন্য ২৫০.৮১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের একটি প্রকল্প একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করেছে। কুমার নদের গোপালগঞ্জ অংশটি Downstream এ থাকায় গোপালগঞ্জের কুমার নদ খনন না করে ফরিদপুরের অংশে নদী খনন করা প্রকৌশলগত দিক থেকে যুক্তিসঙ্গত হবে না। এছাড়াও, নদীর মাঝে ২৮.২০ কিঃমিঃ চ্যানেল বাদ দিয়ে উজানে ও ভাটিতে খনন অনেক বির্তকের উদ্রেক করবে। এমতাবস্থায়, সভাপতি গোপালগঞ্জের কুমার নদ পুনঃখনন প্যাকেজের কাজটির DPM ক্রয় প্রস্তাবনা দ্রুত CCEA অনুমোদন নিয়ে কার্যাদেশ প্রদান করতঃ যথাদ্রুত	• গোপালগঞ্জের কুমার নদ পুনঃখনন কাজটি DPM ক্রয়ের CCEA প্রস্তাবনা যথাদ্রুত অনুমোদন নিয়ে কার্যাদেশ প্রদান করতঃ মাঠ পর্যায়ে কাজের বাস্তবায়ন যথাশীঘ্র আরম্ভ করতে হবে। **তবে গত ২৯-১২-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয় গোপালগঞ্জে কুমার নদ পুনঃখনন কাজের DPM দরপত্র প্রস্তাবনাটি বাতিল করে এর পরিবর্তে OTM দরপত্র পদ্ধতিতে যথাদ্রুত দরপত্র আহবান করে কার্যাদেশ প্রদান করতঃ কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশনা দিয়েছেন।** • প্রকল্পের মেয়াদকালের মধ্যেই কুমার নদ পুনঃখনন অঙ্গটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে। • অনিবার্য কারণবশতঃ তা সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে পূর্ণদৈর্ঘ্যে অন্ততঃ Reduced সেকশনে নদী খনন করে নদীর প্রবাহ সচল	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।	বর্ণনামতে।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	স
০১	০২	০৩	০৪	০৫
	মাঠ পর্যায়ে কাজ আরম্ভ করার সর্বাত্মক উদ্যোগ নেবার এবং প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদকালেই কাজটি সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেন। অনিবার্য কারণবশতঃ নির্ধারিত সময়সীমায় পূর্ণ সেকশনে নদী খনন কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব না হলে অন্ততঃ পূর্ণদৈর্ঘ্যে Reduced সেকশনে খনন করে কুমার নদের প্রবাহ চালু রাখার নির্দেশ দেন।	রাখতে হবে।		
২।	"মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় শাহাবাজপুর গ্যাসফিল্ড রক্ষা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল সভাকে বলেন যে, নির্ধারিত সময়েই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হবে। তবে প্রকল্পের পুরাতন ৬টি প্যাকেজের শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন হয়নি এবং উক্ত কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারকে বাকি কাজ বাস্তবায়নের জন্য মাঠে নামানো যাচ্ছে না। প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধনী অনুমোদনকালে প্রকল্পটির আর মেয়াদ বৃদ্ধি সম্ভব নয় বলে আইএমইডি জানিয়ে দেয়ায় উক্ত ৬টি প্যাকেজ নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কি করণীয় সে সম্পর্কে তিনি জানতে চান। সভাপতি বলেন যে, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগনের উপর penalty আরোপ ও তা আদায় করে উক্ত ৬টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করতে হবে। Penalty আরোপের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ ঠিকাদারের উক্ত প্যাকেজের পাওনা বিল থেকে সমন্বয় সম্ভব না হলে ঠিকাদারদের performence guarantee forefeit, তা সম্ভব না হলে উক্ত ঠিকাদার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বাস্তবায়নধীন অন্য কোন প্যাকেজের পাওনা বিল থেকে সমন্বয় এবং তাও সম্ভব না হলে উক্ত ঠিকাদারকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাপাউবো'র কাজের দরপত্রে অংশগ্রহণ থেকে debar– এর যে কোন একটি পিপিআর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক যা আইনসিদ্ধ তা ই করতে হবে।	• প্রকল্পটির বাস্তবায়ন জুন, ২০১৭ এর মধ্যে অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। • প্রকল্পের যে সকল প্যাকেজের কাজ অসম্পন্ন থেকে যাবে, সে সমস্ত প্যাকেজে নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পিপিআর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি জুন, ২০১৭ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সকল প্রকল্পের সকল অসম্পন্ন প্যাকেজের বেলায় প্রযোজ্য হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।	যথাদ্রুত।
৩।	দরপত্র অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনাকালে অতিঃ মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) সভায় বলেন যে, ইতিমধ্যে পিপিআর এর ২০১৬ সালের সংশোধনীর গেজেট প্রকাশিত হয়েছে এবং উক্ত সংশোধনীসমূহ ই-জিপি সার্ভারে হালনাগাদ করা হয়েছে। নতুন নিয়মে দরপত্রের উদ্ধৃত দর প্রাক্কলিত দরের ১০% এর কম বা বেশি হলে সকল দরপত্র Non-responsive বলে গন্য হবে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী একটি কমিটির মাধ্যমে কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে এবং কমিটিতে Procuring entity এর বাইরে থেকে এক সদস্য নিতে হবে। ডিসেম্বর, ২০১৬ মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে এই নতুন নিয়ম কার্যকর হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনায় নতুন গেজেট কার্যকর হওয়ার পূর্বে আহবানকৃত এবং গৃহীত দরপত্রসমূহ কি উপায়ে ফয়সালা করা হবে সেই বিষয়ে সকল জোনাল প্রধান প্রকৌশলী সিদ্ধান্ত চান। প্রধান প্রকৌশলী, পশ্চিমাঞ্চল বলেন যে, উক্ত সময়কালে আহ্বানকৃত ও গৃহীত দরপত্রসমূহ পূর্বের নিয়মে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। সেগুলো cancel করে পুনরায় নতুন নিয়মে দরপত্র আহবান করলে মাঠ পর্যায়ে কাজের সময় অপচয় হবে। প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল সভাতে জানান যে, স্থানীয় এলজিইডিতে পূর্বের নিয়মের দরপত্রের সাম্প্রতিক মূল্যায়নে প্রাক্কলিত দরের ১০% এর কম বা অধিক বাধ্যবাধকতা না মানায় ইতোমধ্যে তার জোনে এক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দপ্তরের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়ায় গিয়েছে। সুতরাং বাপাউবো'তে একই পরিস্থিতি দেখা দিলে কাজের বাস্তবায়ন নিয়েই অনিশ্চয়তা দেখা দিবে এবং সেক্ষেত্রে মামলা মোকাদ্দমা বাবদ হয়রানির পাশাপাশি দাপ্তরিক ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভাপতি পূর্বেকার নিয়মে	• পিপিআর এর পূর্বেকার নিয়মে আহ্বানকৃত যে সকল দরপত্রের এখনো কার্যাদেশ দেয়া হয়নি, সে দরপত্রসমূহ বাতিল করে নতুন সংশোধিত গেজেট মোতাবেক নতুন করে দরপত্রসমূহ আহ্বান করতে হবে। • এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে পিপিআর এর পূর্বেকার নিয়মে দরপত্র ফয়সালা করে কোন আইনি জটিলতা দেখা দিলে তার দায়দায়িত্ব ও আইনি ব্যয় ভার বোর্ড বহন করবে না।	বাপাউবো'র সকল কর্মকর্তা।	২৮-১২-২০১৬ তারিখ হতে কার্যকর।

	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা
০১	০২	০৩	০৪	০৫
	আহ্বানকৃত ও গৃহীত সকল দরপত্র বাতিল করে নতুন নিয়মে তা আহ্বান করতে নির্দেশ দেন। কোন দপ্তর পূর্বেকার নিয়মে উক্ত দরপত্রসমূহ ফয়সালা করতে গিয়ে আইনি ঝামেলায় পড়লে তার দায়িত্ব ও ব্যয়ভার বোর্ড বহন করবে না বলেও তিনি সতর্ক করে দেন।			
৪।	"ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরঙ্গবাদ হতে ব্রাহাবাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বামতীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৫ হতে আরম্ভ হয়ে জুন, ২০১৮ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত সংস্থা ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, নারায়ণগঞ্জ প্রকল্পের কাজ ডিপিএম দরপত্র পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য বাপাউবো'র সাথে চুক্তিবদ্ধ। প্রকল্প অনুমোদনের এক বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হলেও এর কোন আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতি নেই। এমতাবস্থায়, নির্ধারিত মেয়াদে অর্থাৎ, আগামী দেড় বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা নিয়ে সংশয় রয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল এতদ্প্রসঙ্গে বলেন যে, বহুবার তাগিদ দেবার পর তারা unspecified নির্মাণ সামগ্রী সাইটে নিয়ে আসে। লিখিতভাবে তা সরাতে অনুরোধ করার অনেকদিন পর তারা তা সরালেও টাস্কফোর্স কাজ আরম্ভের প্রাক্কালে আবারো সাইটে unspecified নির্মাণ সামগ্রী দেখতে পায়। এতে টাস্কফোর্স কাজ বন্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায়, unspecified নির্মাণ সামগ্রী সরানোর জন্য আবারো লিখিতভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে। উক্ত কাজ বাস্তবায়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান লিখিতভাবে সরানোর কথা অবহিত করলেই কাজ আরম্ভের উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন যে, নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান স্বাক্ষরিত Time schedule এর সাথে প্রকল্পের কাজের আনুপাতিক অগ্রগতি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। সভাপতি জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান থেকে performence guarantee নেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি চুক্তির শর্ত মোতাবেক আনুপাতিক অগ্রগতি না হওয়ায় এবং বর্ণিত অন্যান্য কারণে কেন performence guarantee forefeit করা হবে না তার কারণ জানতে চেয়ে বাস্তবায়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে পত্র দেবার নির্দেশনা দেন।	যথাসময়ে কাজ আরম্ভ না করা ও আনুপাতিক হারে কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জন করতে না পারা এবং বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও সাইটে unspecified নির্মাণ উপকরণ আনার জন্য কেন চুক্তির শর্ত মোতাবেক কাজ বাস্তবায়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে performence guarantee forefeit করা হবে না, তার কারণ জানতে চেয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে পত্র দিতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।	অতিশীঘ্র।
৫।	"তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (ইউনিট-১)" শীর্ষক প্রকল্পে অধিগ্রহণের জন্য ১০.৩৩ হেক্টর জমির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩.০২ কোটি টাকা। বিগত অর্থ-বছরে এ বাবদ অগ্রীম প্রদান ২৭.৫৫ কোটি টাকা। অবশিষ্ট জমির মূল্য আগামী ২৯-০১-২০১৭ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা না হলে এলএ কেসটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। ফলে জমি অধিগ্রহণের অভাবে আর কোন কাজ করা যাবে না বিধায় প্রকল্পের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়বে। চলতি অর্থ-বছরে এডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে ১৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অর্থ-বছরের দুই প্রান্তিকে বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় অর্ধেক অবমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এই সামান্য অর্থে জমির মূল্য পরিশোধ সম্ভব নয় বিধায় বোর্ড হতে উক্ত এলএ কেসের অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য বাবদ প্রকল্পটিকে ৩৫.০০ কোটি টাকা ধার দেয়া হয়। আরএডিপিতে উপযোজিত বরাদ্দ পেলে এই ধার পরিশোধ করা হবে। সভাপতি ধারকৃত এই অর্থ হতে আগে জমির মূল্য পরিশোধ করে আর কোন অবশিষ্ট অর্থ থাকলে তা হতে প্রকল্পের ভৌত কাজের বিল প্রদানের নির্দেশনা দেন।	ধারকৃত অর্থ আগে জমির মূল্য বাবদ ব্যয় করে আর কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকলে তা ভৌত কাজের বিল বাবদ ব্যয় করা যাবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।	যথাসময়ে।
৬।	বর্তমানে বাপাউবোতে বাস্তবায়নাধীন নদী তীর সংরক্ষণ কাজসমূহের জন্য রেট শিডিউলে জিওব্যাগ সরবরাহ, বালু দ্বারা ফিলিং, ডাম্পিং আলাদা আলাদা আইটেম ও আলাদা আলাদা আইটেম রেট রয়েছে। সেই	• বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের বিদ্যমান সার্কেল সমুহের রেট অব সিডিউল থেকে নদী তীর	মাঠ পর্যায়ের সকল সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক	অতিদ্রুত।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	স
০১	০২	০৩	০৪	০৫
	প্রেক্ষিতে আলাদা আলাদা ঠিকাদার নিয়োগ করে জিওব্যাগ সরবরাহ এবং বালু ফিলিং ও ডাম্পিং কাজ বাস্তবায়ন করা যায়। ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান একই দরপত্রে সংস্থানকৃত জিওব্যাগ সরবরাহ এবং বালু ফিলিং ও ডাম্পিং কাজের আইটেমসমূহের মধ্যে জিওব্যাগের অস্বাভাবিক বেশি দর উদ্ধৃত করে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইটেমের দর কম দিয়ে Front Loading এর মাধ্যমে শুধুমাত্র জিওব্যাগ সরবরাহ করেই তার বিল প্রদানের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে তাগাদা প্রদান করছেন। সেক্ষেত্রে বাকি আইটেমের কাজগুলো বাস্তবায়ন না করেই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ বন্ধ করে দেয়ার প্রবনতা দেখা যাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতি রোধ কল্পে বাপাউবোর শিডিউল অব রেটস এ বর্ণিত আইটেমসমূহ আলাদা না রেখে একত্রীভূত এক আইটেমের মধ্যে জিওব্যাগ সরবরাহ, ফিলিং ও ডাম্পিং রেখে নতুন রেট প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাঠ পর্যায়ের সকল সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ অতিদ্রুত নতুন আইটেমটির রেট প্রস্তাবনা নকশা সার্কেল-২ বরাবর প্রেরণ করবেন এবং নকশা সার্কেল-২ যত দ্রুত সম্ভব নতুন আইটেমের রেট নির্ধারণ করে দেবে। নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের সকল নতুন দরপত্রের প্রাক্কলন নতুন রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রণয়ন করে দরপত্র আহবান করতে হবে। সভাপতি তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-২ কে খুব সতর্কতার সাথে item description review করার এবং বিষয়টা যথাসম্ভব clarify করার নির্দেশনা দেন। প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল দরপত্রে Front Loading পরিহারের জন্য এলজিইডির ন্যায় দরপত্রের Invitation for Tender (IFT) এর "Special Instructions" এ একটি বিশেষ ধারা সংযোজনের পরামর্শ দেন। প্রস্তাবিত উক্ত ধারামতে Front Loading করেও যদি কোন দরদাতা কার্যাদেশ প্রাপ্ত হন, তখন উক্ত ঠিকাদারের Front Loading কৃত আইটেম/আইটেমসমূহের ক্ষেত্রে কাজ বাস্তবায়নকালে রানিং বিল পরিশোধের সময় উক্ত Front Loading কৃত আইটেম/আইটেমসমূহে সর্বশেষ সার্কেল সিডিউল দর অনুযায়ী বিল প্রাপ্য হবেন এবং পুরো অঙ্গটির কাজ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলেই কেবল উক্ত আইটেমসমূহে উদ্ধৃত দর ও সার্কেল সিডিউল দরের সমন্বয় করে বাকি বিলের অর্থ প্রদান করা হবে। সভাপতি জিওব্যাগ ভিন্ন অন্যান্য কাজে Front Loading পরিহারের জন্য পরামর্শটির প্রতিপালন করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।	সংরক্ষণ কাজের বিভিন্ন সাইজের জিওব্যাগ সরবরাহ, বালু দ্বারা ফিলিং ও ডাম্পিং আইটেমসমুহের বিলুপ্ত করে তা একীভূত করে বিভিন্ন সাইজের জিওব্যাগের জন্য জিওব্যাগ সরবরাহ, ফিলিং ও ডাম্পিং নিয়ে নতুন আইটেম প্রনয়ন করতে হবে। • মাঠ পর্যায়ে সকল সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ নতুন আইটেমের রেট প্রস্তাবনা নকশা সার্কেল-২ তে অতিদ্রুত দাখিল করবেন এবং নকশা সার্কেল-২ যথাশীঘ্র রেট নিধারণ করে দেবে। • রেট নির্ধারণের পর সকল নতুন দরপত্রের প্রাক্কলনে এর প্রয়োগ করতে হবে। • জিওব্যাগ ভিন্ন অন্যান্য কাজের দরপত্রে Front Loading করেও যদি কোন দরদাতা কার্যাদেশ প্রাপ্ত হন, তখন উক্ত ঠিকাদারের Front Loading কৃত আইটেম/আইটেমসমূহের ক্ষেত্রে কাজ বাস্তবায়নকালে রানিং বিল পরিশোধের সময় উক্ত Front Loading কৃত আইটেম/আইটেমসমূহে সর্বশেষ সার্কেলের সিডিউল দর অনুযায়ী বিল প্রাপ্য হবেন। পুরো অঙ্গটির কাজ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলেই কেবল উক্ত আইটেমসমূহে উদ্ধৃত দর ও সার্কেলের সিডিউল দরের সমন্বয় করে বাকি বিলের অর্থ প্রদান করা হবে। বিষয়টি দরপত্রের Invitation for Tender (IFT) এর "Special Instructions" তে উল্লেখ করতে হবে।	প্রকৌশলী/ তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-২।	
৭।	সভায় বাপাউবো'র বিভিন্ন জোনে টেস্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপনের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিওন) বলেন যে, ইতোমধ্যে Testing Apparatus এর সরবরাহ পাওয়া গিয়েছে এবং ৫টি জোনে ল্যাবরেটরী স্থাপনের কাজ চলছে। এর প্রশাসনিক কাঠামোর বিষয়ে তিনি বলেন যে, উক্ত ল্যাবরেটরীর প্রধান হবেন উক্ত জোনাল অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী বা তার অবর্তমানে উপ-পরিচালক বা উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী। আর ল্যাবরেটরীসমূহের ইন-চার্জ হবেন উক্ত	২০১৭-১৮ অর্থ-বছর হতে বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া বাপাউবো'র সকল কাজের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের টেস্টিং উক্ত জোনের বিদ্যমান বাপাউবো'র ল্যাবরেটরীতে সম্পন্ন করতে হবে এবং ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নের জন্য এখন	সকল জোনাল প্রধান প্রকৌশলী/ সকল প্রকল্প পরিচালক।	যথাসময়ে।

	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা
০১	০২	০৩	০৪	০৫
	জোনাল অফিসের সহকারী প্রকৌশলী। ল্যাবরেটরীর কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য শীঘ্রই প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের সংস্থান করা হবে। বর্তমানে রংপুরে তিস্তা প্রকল্পের বিদ্যমান ল্যাবরেটরীর আলোকে বোর্ড কর্তৃক সার্কুলার জারী করে ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন টেস্টের ফি নির্ধারণ করা হবে। বাপাউবো ভিন্ন অন্যান্য সংস্থাও নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে ল্যাবরেটরীসমূহে টেস্ট করাতে পারবে। তবে বিশেষ ব্যতিক্রম বাদে বাপাউবো'র সকল কাজের গুণগত মানের টেস্টিং জোনাল ল্যাবরেটরীসমূহেই করতে হবে এবং দরপত্রে তার উল্লেখ থাকতে হবে। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িতব্য সকল কাজের বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে।	কোন প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হলে দরপত্রে বাপাউবো'র জোনাল ল্যাবরেটরী আবশ্যিক ভাবে ব্যবহারের নির্দেশনা সংযোজন করতে হবে।		
৮।	সভায় বাপাউবো'র কার্যক্রম প্রচারণার জোনওয়ারী অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভাপতি বলেন যে, বিগত মাসসমূহে প্রচারকাজের জন্য ব্যয়ের সংস্থান, কোথায়, কিভাবে, কি কি প্রচার করতে হবে এসকল বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। এখনো কোন প্রচার কার্য দৃশ্যমান হয়নি বলে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সভাপতি আগামী মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার পূর্বেই সকল জোনাল প্রধান প্রকৌশলীকে তাঁদের স্ব স্ব জোনে যে সকল প্রচার কার্য করা হয়েছে এবং আরো কি কি কাজ প্রচার করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাইপলাইনে আছে তার সচিত্র প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিলের নির্দেশ দেন।	আগামী মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার পূর্বেই সকল জোনাল প্রধান প্রকৌশলী তাঁদের স্ব স্ব জোনে দৃশ্যমান প্রচারণা এবং অতি সম্প্রতি বাস্তবায়িতব্য প্রচার পরিকল্পনার সচিত্র প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করবেন।	সকল জোনাল প্রধান প্রকৌশলী।	আগামী মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার পূর্বেই।

৯। অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয় ঃ

সভায় চীফ মনিটরিং অবহিত করেন যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন ৬০টি প্রকল্পের জন্য মোট ৩৬৫৬.৯৪ কোটি টাকা বরাদ্দের অনুকূলে- ২০ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ১০৮০.৩৩ কোটি (বরাদ্দের ২৯.৫৪%) টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ৪৭৪.২২ কোটি (বরাদ্দের ১২.৯৭%) টাকা ব্যয় হয়েছে।

১০। সার্বিক অগ্রগতি ঃ

২০ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন ৬০টি প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে ২০.৬৬% এবং ১২.৯৭%। বিগত বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি ছিল যথাক্রমে ২০.৭৭% ও ১৪.৬৩%।

অন্য কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
১৭-০১-২০১৭

(মোঃ জাহাঙ্গীর কবির)
মহাপরিচালক

স্মারক নংঃ পিএস/এম-২/ ২৯ (৫৬) তারিখঃ ২২-০১-২০১৭ খ্রিঃ

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়) (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে)ঃ

(ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ঃ

১-৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, (পূর্ব রিজিওন/পশ্চিম রিজিওন/পরিকল্পনা/প্রশাসন/অর্থ) বাপাউবো, ঢাকা।

৬-৮। প্রধান মনিটরিং / প্রধান পরিকল্পনা/ প্রধান, প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন, বাপাউবো, ঢাকা।

৯-২০। প্রধান প্রকৌশলী, নকশা/ পওর/ পানি বিজ্ঞান/ কেন্দ্রীয় অঞ্চল/ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল/ পশ্চিমাঞ্চল/ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল/ উত্তর-পূর্বাঞ্চল/ পূর্বাঞ্চল/ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল/ উত্তরাঞ্চল/ দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা/ খুলনা/ ফরিদপুর/ চট্টগ্রাম/ সিলেট/ কুমিল্লা/ রাজশাহী / রংপুর/ বরিশাল।

২১-২৩। প্রধান প্রকৌশলী, এমই/ ড্রেজার / ভাগ্যকুল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাপাউবো, ঢাকা/ নারয়ণগঞ্জ/ মুন্সিগঞ্জ।

২৪-২৫। নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব)/ প্রধান, পানি ব্যবস্থাপনা, বাপাউবো, ঢাকা।

২৬। সচিব, বাপাউবো, ঢাকা।

২৭-৩৭। প্রকল্প পরিচালক, গংগা ব্যারেজ সমীক্ষা/ ওয়ামিপ/ ইসিআরআরপি/গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প/ এফআরইআরএমআইপি/ সিডিএসপি-৪/ ক্যাপিটাল পাইলট ড্রেজিং/ সাউথ-ওয়েষ্ট প্রজেক্ট/ সিইআইপি-১/ ইমিপ/ হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এন্ড লিভলিহুড ইম্প্রভমেন্ট প্রজেক্ট, বাপাউবো, ঢাকা।

৩৮-৫২। পরিচালক, পরিকল্পনা- ১ / ২/ ৩ / কার্যক্রম / পওর/ কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল/ভূমি ও রাজস্ব/ কর্মচারী উন্নয়ন / প্রশিক্ষণ/ অর্থ / হিসাব রক্ষণ/ অডিট/ কর্মচারী পরিদপ্তর / জনসংযোগ / প্রকল্প মূল্যায়ন, বাপাউবো, ঢাকা।

৫৩। সি এস ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।

(খ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ঃ

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২২/০১/১৭

পরিচালক
প্রসেসিং সেকশন
বাপাউবো, ঢাকা।